আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উপলক্ষে তথ্য কমিশনের তথ্য বিবরণী

বিশ্বে ১৭৬৬ সালে সুইডেন থেকে 'The Freedom of Press Act' নামে তথ্য অধিকার আইনের আনুষ্ঠানিক অভিযাত্রা শুরু হয়। এই অভিযাত্রার একশ বাইশ বছর পর ১৯৮৮ সালে কলম্বিয়া এবং ১৯৫১ সালে ফিনল্যান্ড তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে। তথ্য অধিকার চর্চার ইতিহাসে চতুর্থ দেশ হিসেবে দুইশ বছর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্বিভাব ঘটে। সেখানে Freedom of Information Act 1966 নামে এই আইনের চর্চা শুরুর পর বিশ্বব্যাপী তথ্য অধিকার চর্চার গতিময়তা বৃদ্ধি পায়। তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার আইন পাস হতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২১৭ - এ (General Assembly Resolution 217 A) নং রেজুলেশনের মাধ্যমে 'The Universal Declaration on Human Rights' – অনুমোদিত হয়। এই রেজুলেশনের ১৮ নং অনুচ্ছেদে 'প্রত্যেকের চিন্তা, বিবেক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা' এবং ১৯ নং অনুচ্ছেদে 'প্রত্যেক ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে' মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে নাগরিকদের তথ্য অধিকার চর্চা আন্তর্জাতিক ভিত্তি রচিত হয়।

১৯৬৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 'International covenant on Civil and Political Rights, 1966' নামে একটি প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। এই প্রটোকলের ১৯ নং অনুচ্ছেদে জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতাসহ বিশেষ কিছু বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। ১৯(২) উপানুচ্ছেদে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে তথ্য লাভের অধিকারের বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। উল্লিখিত দুটি ডকুমেন্টে বাংলাদেশ 'Universal Declaration on Human Rights' 1948 (UDHR)- এ ১২ এপ্রিল ২০০৬ এবং ' The International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)- এ ৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখে অনুস্বাক্ষর করে। ২০০৯ সালে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়।

সার্ক অঞ্চলে সর্ব প্রথম ২০০২ সালে পাকিস্তান তথ্য অধিকার আইন অধ্যাদেশ আকারে পাস করে। কিন্তু পাকিস্তানে রাজনৈতিক চরিত্রের কারণে তথ্য অধিকার আইন এখনো কার্যকর হয়নি। ভারত ২০০৫ সালে তথ্য অধিকার আইনের অভিযাত্রায় শামিল হলেও আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার চর্চার র‍্যাংকিংয়ে ভারতের অবস্থান এখন পঞ্চম। নেপাল ২০০৭ সালে তথ্য অধিকার আইন পাস করে। শ্রীলংকা ২০১৬ সালে আইনটির চর্চা শুরু করেই তথ্য অধিকার বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে তার অবস্থান এখন তৃতীয়। এছাড়া ভুটান, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ সহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে এই আইন পাস হলেও আইনের কার্যকর চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেযোগ্য অবস্থানে কেউ আসতে পারেনি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এখন চব্বিশতম। নেপালের অবস্থান সাতাশে। সবার উপরে জায়গা করে নিয়েছে মেক্সিকো।প্রতি বছর 'Right of acess, Scope, Requesting Procedures, Exemptions, Appeals, Sanction & Protections, Promotional measures' ইত্যাদির উপর মার্কিং এর ভিত্তিতে এই র‍্যাংকিং করা হয়।

২০০২ সালে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া থেকে আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজের নেতৃত্বে প্রতি বছর ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে 'International Right to know Day' হিসেবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইউনেস্কো কর্তৃক ২০১৫ সালের সিদ্ধান্ত (রেজু- ৩৮ সি/৭০) অনুযায়ী ২০১৬ সালের ২৮ সেপ্টম্বর তারিখ থেকে দিবসটিকে ' International Day for Universal Access to Information (IDUAI) নামে উদ্‌যাপন করা হয়। ২০০৯ সালে আইন পাসের পর বাংলাদেশে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস (International Right to Know Day) পালিত হয়। ২০১৬ সালে ইউনেস্কোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দিবসটিকে 'International Day for Universal Access to Information' হিসেবে পালন করে আসছে। তথ্য কমিশন এর পর থেকে দিবসটিকে বাংলায় 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' হিসেবে নামকরণের মাধ্যমে সারাদেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

২০১৮ সনে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর তিন দিনব্যাপী বিশেষ কর্মসূচি পালন করছে। এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "Good Laws and Practices for Open Societies: Powering Sustainable Development with Access to Information" যার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে "মুক্ত সমাজের জন্য উত্তম আইন: টেকসই উন্নয়নে তথ্যে অভিগমন"। এবারের মূল স্লোগান "উত্তম আইনের সঠিক প্রয়াস

টেকসই উন্নয়নে মুক্ত সমাজ"

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশন নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছেঃ-

ক) ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ জাতীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

খ) তথ্য কমিশন জাতীয়ভাবে দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৩০ সেপ্টেম্বর সকাল ৯.০০ টায় জাতীয় প্রেস ক্লাব হতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করেছে। উক্ত র‍্যালি শেষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় সংগীত ও নৃত্যশালা মিলনায়তনে সকাল ১০:১৫ ঘটিকা হতে দুপুর ২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট তারানা হালিম এমপি ও তথ্য সচিব জনাব আবদুল মালেক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

গ) সকল জেলা প্রশাসকগণ দিবসটি উদযাপনের নিমিত্তে স্ব স্ব জেলায় বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা ও তথ্য মেলার আয়োজন করেছে।

ঘ) বিভিন্ন এনজিও দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা অনুষ্ঠান করছে।

ঙ) বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, কমিউনিটি বেতার, এফ এম রেডিও, ডিবিসি নিউজসহ বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা, টক-শো ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ডকুমেন্টারী প্রচার করা হবে।

চ) দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ বেতার নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে:

- ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ বেলা ২.৩০-৩.০০ টা পর্যন্ত বিষয়ভিত্তিক পুর্ব পরিকল্পনা ও সফলতা নিয়ে বিশেষ ফোন-ইন অনুষ্ঠান।
- ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান।
- ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৮ উপলক্ষে বিশেষ প্রামাণ্য অনুষ্ঠান।
- ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রচারণামূলক গান, স্লোগান, স্পট/ কথিকা প্রচারিত হবে।
- এছাড়া এফ এম ব্যান্ডে তথ্য অধিকার দিবস ও তথ্য অধিকার আইন নিয়ে প্রাসঙ্গিক প্রচারণামূলক তথ্যাদি প্রচারিত হবে।
- প্রধান তথ্য কমিশনারের আহবানমূলক বক্তব্য এএম এবং এফ এম ব্যান্ডে প্রচারিত হবে।
- তথ্য অধিকার দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানটি এফ এম রেডিওসহ সকল রেডিও থেকে একযোগে সম্প্রচার করা হবে।
- মেলা কেন্দ্রিক প্রামান্য প্রচারিত হবে।
- সকল কর্মসূচি আগের দিন রাত ৮.৪৫ মিনিটের সংবাদ প্রবাহে জানিয়ে দেওয়া হবে।

ছ) দিবসটি উপলক্ষে কমিউনিটি রেডিওতে নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে:

- ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সারাদেশে ১৭ টি কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে রেডিও ম্যাগাজিন ও টকশো আয়োজন করা হয়েছে।
- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সমন্বয়ে উপজেলা পর্যায়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, ভোলার চরফ্যাশন ও ঝিনাইদহ সদরে ৩টি সংলাপের আয়োজন করা হয়েছে।

জ) দিবসটি উপলক্ষে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে:

- দিবসটি পালনের জন্য ৬৪ টি জেলা তথ্য অফিস ও ৪ টি উপজেলা তথ্য অফিস কর্তৃক অগ্রিম তিন দিনব্যাপী সড়ক প্রচার/মাইকিং করা হবে।
- নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শণীর সমাবেশে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত তথ্যচিত্র/প্রমান্যচিত্র যেমন ইনফোলেডী, তথ্য পেলেন কাশেম চাচা, পটগান প্রভৃতি প্রদর্শিত হবে এবং তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব তুলে ধরে জেলা তথ্য অফিসার কর্তৃক বক্তব্য প্রদান করা হবে।
- আলোচনা সভা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, মহিলা সমাবেশ,উন্মুক্ত বৈঠক, সড়ক প্রচার, ক্ষুদ্র ও খণ্ড সমাবেশে তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব এবং বাস্তবায়নের কৌশল সম্পর্কে সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম নিয়মিতভাবে প্রচার করা হবে।
- এছাড়া তথ্য অধিকার দিবস/তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত বিষয়ে তথ্য কমিশন, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত সকল কর্মসুচিতে অংশগ্রহণ এবং জেলা প্রেসক্লাবসমুহের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রিন্ট ও ইরেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের প্রচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো ও স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনঃ

বাংলাদেশে"প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ"-এই ধারণা থেকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে প্রেস কমিশনের সুপারিশ ও ২০০২ সালে আইন কমিশনের কার্যপত্রের সূত্র ধরে বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের দাবী জোরদার হতে থাকে। সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রভৃতি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনা করে ২০০৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া সরকারের নিকট পেশ করে।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার তথ্য অধিকার আইনের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে ৬ জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি আইন কমিশনের খসড়া এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান তথ্য অধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করে আইনের একটি খসড়া প্রণয়ন করে। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' জারি করা হয়। দিন বদলের অঙ্গীকার নিয়ে দায়িত্ব নেয়ার পর পরই মহাজোট সরকার 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' কে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় এবং ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে যে ক'টি অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত হয় তার মধ্যে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অন্যতম (২০০৯ সনের ২০ নং আইন)।

তথ্য কমিশনের তথ্য বিবরণীঃ

০১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) মহান জাতীয় সংসদে পাস, জারীকরণ ও তথ্য কমিশন গঠনঃ জনগণের ক্ষমতায়ন ও প্রতিটি সরকারী-বেসরকারী কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি কমিয়ে এনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২৯ মার্চ, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে "তথ্য অধিকার আইন-২০০৯" পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ০৫ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে উক্ত আইনে সদয় সম্মতি প্রদান করেন এবং ০৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে আইনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ০১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ থেকে সারা বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু হয় এবং উক্ত তারিখেই তথ্য কমিশন গঠন করা হয়।

০২। সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনঃ তথ্য কমিশনের ৭৬ (ছিয়াত্তর) জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনসহ প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির তালিকা অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিভিন্ন পদে ৬১ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

০৩। তথ্য কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহ :

ক. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ইংরেজী পাঠ "The Right to Information Act, 2009"
খ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯
গ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধনী
ঘ. তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০
ঙ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০
চ. তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১
ছ. তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০১১

০৪। তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা ও লিফলেটসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ :

ক) তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালাসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে;
খ) বিভিন্ন জনঅবহিতকরণ সভায় উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে;
গ) তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত একটি লিফলেট প্রকাশ করেছে;
ঘ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রনয়ণ করা হয়েছে;
ঙ) তথ্য অধিকার ম্যানুয়াল, ২০১২;
চ) তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্ত সমূহ সম্বলিত বইঃ (ভলিউম-১, ২, ৩);
ছ) তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ প্রকাশ করেছে;
ঞ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর পকেট সংস্করণ;
ট) তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্ত সমূহের ইংরেজি সংস্করণ (ভলিউম-১, ২);
ঠ) তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার;
ড) তথ্য অধিকার সহায়িকা, ২০১৪;
ঢ) তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ সম্বলিত বই (ভলিউম-১, ২);
ন) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i প্রকল্পের সহায়তায় স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা প্রনয়ণ;
প) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশিকা;
ফ) আবেদনকারিদের জন্য নির্দেশিকা;
ব) কর্তৃপক্ষের জন্য নির্দেশিকা;
ভ) নারীমুক্তি ও বাংলাদেশ ঃ আইন বিধি কর্মযোগ এবং তথ্য অধিকার;
ম) Bangladesh: Reflection on the Right to information Act, 2009;
র) আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে স্মরণিকা প্রকাশ;
য) তথ্য অধিকার: কতিপয় গবেষণ;

০৫। তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনঅবহিতকরণের জন্য গৃহীত প্রচারণামূলক কার্যক্রমসমূহঃ

ক) জনসচেতনতায় জনঅবহিতকরণ সভাঃ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন এ পর্যন্ত ০৮ টি বিভাগ এবং ৬৪টি জেলায় প্রশিক্ষণ এবং জনঅবহিতকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২৪৬ টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ এবং ২৪০টি উপজেলায় জনঅবহিতকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানবৃন্দ, স্থানীয় জন প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দসহ বিভিন্ন স্তরের সুধীজন জনঅবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

খ) Text message, sms, TV scroll প্রচারঃ ২০১০ সাল হতে গ্রামীণফোন, টেলিটক, রবি গ্রাহকদের Text message, sms প্রেরণ এবং সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে TV scroll এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

গ) ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় আরটিআই প্রচারঃ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে বিভিন্ন টক-শো/আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রতিমাসে নিয়মিত "তথ্য অধিকার আইন জনগণের আইন" বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন কমিউনিটি রেডিও, এফএম বেতারে তথ্য অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। তথ্য অধিকার আইনকে অধিক কার্যকর ও জনগণের জন্য ফলপ্রসূ করতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, সিনিয়র সাংবাদিকগণের সাথে মতবিনিময় সভা করা হয়। এছাড়া আরটিআই বিষয়ক বিভিন্ন খবর/প্রতিবেদন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

ঘ) ডকুমেন্টারি নির্মাণ- জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা: বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা ও মিঠা পানির সম্পদ রক্ষায় তথ্য অধিকার আইনের প্রাসঙ্গিকতা

ঙ) টিভিসি/টিভি ফিলার/গম্ভীরা নির্মাণ- তথ্য অধিকার, জনগণের অধিকার, তথ্য পাওয়া আমার অধিকার, তথ্য আমার অধিকার-তথ্য এখন সবার

চ) নাটিকা নির্মাণঃ এফএনএফ এর সহায়তায় তথ্য পেলেন কাশেম চাচা

ছ) ভিডিও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরিঃ ডিনেট এর সহায়তায়- ইনফোলেডি

জ) পটগান নির্মাণঃ তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক

০৬। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারার বিধানের আলোকে তথ্য সরবরাহের জন্য এ পর্যন্ত সমগ্র দেশ থেকে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে সর্বমোট ৩২৩৬৬ (বত্রিশ হাজার তিনশত ছিষট্টি) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম পাওয়া গেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের তথ্যাদি সম্বলিত ইলেকট্রনিক ডাটাবেজ তৈরির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

০৭। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও আবেদনের ওপর গৃহীত পদক্ষেপ ঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আগ্রহী জনগণ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে দাখিলকৃত আবেদনের কপি তথ্য কমিশনে প্রেরণ করছে। সর্বমোট প্রাপ্ত ২১৮৭ অভিযোগের মধ্যে তথ্য কমিশন ২১০০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮৭ টি অভিযোগ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে।

০৮। তথ্য প্রদান না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কমিশনের ব্যবস্থা গ্রহণঃ তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ আবেদনের ভিত্তিতে এযাবৎ ২৯টি অভিযোগ আবেদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদান না করায় দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি বিভিন্ন আদেশ/সুপারিশ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ০৯টি অভিযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেয়া হয়। ১১টি অভিযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করা হয়। ০৪টি অভিযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে একই সাথে জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের আদেশ দেয়া হয়। ০৩টি অভিযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে একই সাথে জরিমানা ও বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয় এবং ০২টি অভিযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে একই সাথে জরিমানা ও সার্টিফিকেট মামলার আদেশ দেয়া হয়।

০৯। উপদেষ্টা কমিটি গঠনঃ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে উপদেষ্টা কমিটি গঠনের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ৬৪টি জেলায় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জেলা উপদেষ্টা কমিটির পরিবর্তে মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত তিনটি কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে:

ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি
খ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি
গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটি

ইতোমধ্যে বেশ কিছু বিভাগ, জেলা এবং উপজেলায় উপর্যুক্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কার্যপরিধি অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্যান্য বিভাগ, জেলা এবং উপজেলায় কমিটি গঠন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

১০। তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে তথ্য কমিশন এ পর্যন্ত সর্বমোট- ৩৭৫৫৭ (সাইত্রিশ হাজার পাঁচশত সাতান্ন) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। (এর মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৩৩৮৩৪ জন, বিভিন্ন পর্যায়ের সাংবাদিক ও সাব-এডিটরস -১৯৭৫ জন, সাব ইন্সপেক্টর/পুলিশ সদস্য-৬৬৭ জন, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী- ২৬২, আরটিআই প্রশিক্ষক-৪২২ জন এবং অন্যান্য কর্মকর্তা)। এছাড়াও প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারগণ, সচিব এবং তথ্য কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে RTI এর উপর ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, জুডিশিয়াল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট, বিপিএটিসি, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, বিভিন্ন এনজিও, সরকারী প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ একাডেমিতে আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করেছেন।

১১। তথ্য অধিকার বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ ও ভিডিও কনফারেন্স চালু: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও বেসরকারি সংস্থা এমআরডিআই এর সহায়তায় বর্তমানে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অনলাইন প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে। এতে করে অতি সহজেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ঘরে বসেই অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছেন। তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট- (www.infocom.gov.bd) এর মাধ্যমে "সরকারি দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ" লিংকে প্রবেশ করে কর্মকর্তাগণ উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে প্রশিক্ষণার্থী তথ্য কমিশন হতে একটি সনদপত্রও পাচ্ছেন। এ পর্যন্ত ১৫০০০ হাজার সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ অনলাইন প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছেন। তথ্য কমিশন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভাগীয় অবেক্ষণ (সুপরিবেশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটি, জেলা অবেক্ষণ (সুপরিবেশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির সাথে তথ্য অধিকার আইন/অনলাইন প্রশিক্ষণ বিষয়ে মতবিনিময়/ফলোআপ সভা করছে।

১২। আর্ন্তজাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদ্‌যাপন: ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। নবম জাতীয় সংসদে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাশ হওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসটির গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ২০১৪ সাল হতে প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ে আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' উদযাপন করা হয়ে থাকে। সকল জেলায় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। এ দিবস উপলক্ষে ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন এনজিও সমন্বয়ে ঢাকায় এবং জেলা প্রশাসকগণের অংশগ্রহণে জেলা পর্যায়ে বর্নাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপনে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক এবং আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয় এবং পোষ্টার তৈরী করে জেলা ও উপজেলায় বিতরণ করে লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে তথ্য অধিকার বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়।

১৩। বিভিন্ন মেলায় তথ্য কমিশনের অংশগ্রহণ: তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা ও জনউৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষে তথ্য কমিশন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় বিভিন্ন মেলায় তথ্য কমিশন অংশগ্রহণ করে। একুশে বই মেলা, জাতীয় উন্নয়ন মেলা, তথ্য মেলা, তথ্য অলিম্পিয়ার্ড ইত্যাদিতে তথ্য কমিশন অংশগ্রহণ করে থাকে।

১৪। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU/ MOC স্বাক্ষর: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা গড়ে তোলা এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সুবিধার্থে তথ্য কমিশন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU/ MOC স্বাক্ষর করেছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অন্যতম মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীনফোন ও রবি এক্সিয়াটা লিমিটেড, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের "A2I Project" বেসরকারি প্রতিষ্ঠান FNF, ডিনেট, টিআইবি এর সাথে তথ্য কমিশন MOU/ MOC স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া নেপালের জাতীয় তথ্য কমিশনের সাথে MOU স্বাক্ষর করেছে।

১৫। Web Portal নির্মাণ এবং সার্ভার স্টেশন স্থাপন: কমিশনের সাথে জনগণ ও সরকারি-বেসরকারি কার্যালয় এবং বহিঃবিশ্বের সাথে Online যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটি Web Portal নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯ অক্টোবর, ২০১০ তারিখ তথ্য কমিশনের ওয়েব পোর্টাল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। এছাড়া, তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইটটি কমিশনের নিজস্ব সার্ভারে হোস্ট করার প্রয়োজনে তথ্য কমিশনে সার্ভার স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট-www.infocom.gov.bd

১৬। অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু: তথ্য কমিশন এটুআই প্রোগ্রাম, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং ডিনেটের সহায়তায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালুকরণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

১৭। আরটিআই ওয়াকিং গ্রুপ: তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (কেন্দ্রীয় পর্যায়) কাজ করছে।

১৮। আলোচনা সভা অনুষ্ঠান: জনগণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে তথ্য কমিশন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে সভা করে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছে। ২০১৬ পর্যন্ত প্রধান তথ্য কমিশনারগণ যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, ফিলিপাইন, মিশর, তুরস্ক ইত্যাদি দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সাথে তাদের দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া BLAST, নিজেরা করি, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, নাগরিক উদ্যোগ এবং বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট ইত্যাদি এনজিওর সাথেও আলোচনা করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

১৯। তথ্য অধিকার আইন পাঠ্যসূচীতে অর্ন্তভুক্তকরণ: তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সম্যক অবহিত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে এবং ২০১৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে তথ্য অধিকার আইন অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং ইতঃমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তদানুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২০। তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক) জমি বরাদ্দ: ২০১০ সালে তথ্য কমিশনের অনুকূলে নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা এর এফ-১৭ডি নং প্লটের ০.৩৫ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।

খ) জমির মূল্য পরিশোধ: গৃহায়ণ ও গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমির মূল্য ৬,৩৬,৩৬,৩৬৩/৬৩ (ছয় কোটি ছত্রিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার তিনশত তেষট্টি টাকা এবং তেষট্টি পয়সা) টাকা পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে জমির দখল বুঝে নেয়া হয়েছে এবং ভবনের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া জমির রেজিস্ট্রেশন এবং নামজারি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

গ) স্থাপত্য নকশা; স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক তথ্য কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের নিমিত্ত স্থাপত্য নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা তথ্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী Perspective View (3D View) প্রনয়ণ করা হয়েছে।

ঘ) ডিপিপি'র প্রাক্কলন: তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণের ডিপিপি গত ২২/০৫/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

ঙ) ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয়: ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৫,০৪,৫৮,০০০/- (পচাঁত্তর কোটি চার লক্ষ আটান্ন হাজার) টাকা।

চ) সর্বশেষ অগ্রগতি: বর্তমানে টেন্ডার প্রদানের অপেক্ষায় আছে এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। তথ্য অধিকার জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। এই আইন প্রয়োগের ফলে সরকার ও জনগণের মাঝে সেতুবন্ধন রচিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত যত নতুন আইন তৈরী হয়েছে তার মধ্যে এ আইনটি রাষ্ট্রের উপর জনগণের কর্তৃত্ব স্থাপনে সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত। সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষেরা যাতে তাদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে পারে এবং নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে পারে সেক্ষেত্রে আইনটি সবচেয়ে যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করছে যা বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে বিবেচিত হচ্ছে।